প্রথম আলো

তারিখ 30 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বস্তির শিশুরা পাচ্ছে না মানসম্মত শিক্ষা

শিক্ষা | সরেজমিন

মুশলিমা জাহান ●

আগারগাঁও বস্তির বিলকিস আক্তার (ছদ্মনাম) শেরেবাংলা নগর শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী। কিছুদিন আগে তার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন অপেক্ষা ফল প্রকাশের। কিন্তু ইংরেজির একটি কবিতাও তার মুখস্থ নেই। এমনকি সে দেখেও ইংরেজি পড়তে পারে না। আর বিজ্ঞানে নাকি সে কখনোই পাস করতে পারেনি।

বিলকিস আক্তার বিজ্ঞানে সব সময়ই ফেল করার কারণ হিসেবে বলে, 'বিজ্ঞানের কথাগুলা কেমন কঠিন, মাথায় ঢুকে না।' না বুঝলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকেরা বুঝিয়ে দেন কি না, জানতে চাইলে সে বলে, 'স্যারদের বুঝি না কইলে বুঝায় না। ধমক দেয়। তাই না বুঝলেও জিগাই না।' প্রথমেই বিজ্ঞান বিষয়ে ফেলের এ কারণ ব্যাখ্যা করতে চায়নি বিলকিস। বিলকিসের কথা শেষ না হতেই তার মা বলেন, 'মাইয়া সব সময় বিজ্ঞানে ফেল করে। তাই কষ্ট কইর‍্যাও মাসে ৪০০ টাকায় প্রাইভেটে পড়াইছি।' বিদ্যালয়ে গিয়ে কখনো মেয়ের পড়ার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন কি না; জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা মূর্খ মানুষ, পড়ালেহা জানি না। আফাগো ধারে গিয়া কী কইতে কী কমু, এর লাইগ্যা যাই না।'

একই বস্তির কাকলি আক্তার আলোক শিশু শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী। গত মাসে সে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজি শব্দ 'বিউটিফুল' তার কাছে অপরিচিত। 'মাই গার্ডেন' নামের একটি অনুচ্ছেদ পড়তে গিয়ে দ্বিতীয় লাইনেই সে আটকে যায়। আর সামনে এগোতে পারে না; এই লাইনের অনেক শব্দই তার অজানা। অথচ পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হিসেবে শব্দগুলো তার অজানা থাকার কথা নয়। এর কারণ হিসেবে কাকলি বলে, 'আমি ইংলিশ আর অঙ্ক একটু কম পারি। তয় বাংলাটা ভালোই পারি।' তার 'দুর্বলতার কথা শিক্ষকদের জানিয়েছে কি না, জানতে চাইলে সে বলে, 'ইংলিশ স্যাররে কইছিলাম। স্যারে প্রাইভেটে যাইতে কইছিল। কয়দিন গিয়া আর যাই নাই।'

সম্প্রতি রাজধানীর আগারগাঁও, মিরপুর বেড়িবাঁধ, মোহাম্মদপুর, রায়েরবাজার ও পেন্ডারিয়া বস্তি ঘুরে দেখা গেছে, আগারগাঁও বস্তির বিলকিস, কাকলির মতো বস্তিগুলোর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই একই অবস্থা। বস্তিতে খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যায়। যারা যায়, তারাও তেমন কিছু শেখে না। বাংলা একটু পারলেও ইংরেজি, গণিত আর বিজ্ঞানে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। তারা সঠিকভাবে বিদ্যালয়ের নাম, এমনকি কখনো কখনো নিজের নামও লিখতে পারে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, বস্তির শিশুদের পড়ার মান খারাপ হওয়ার পেছনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবহেলার পাশাপাশি বাবা-মায়ের অসচেতনতা, অজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাও অনেকাংশে দায়ী।

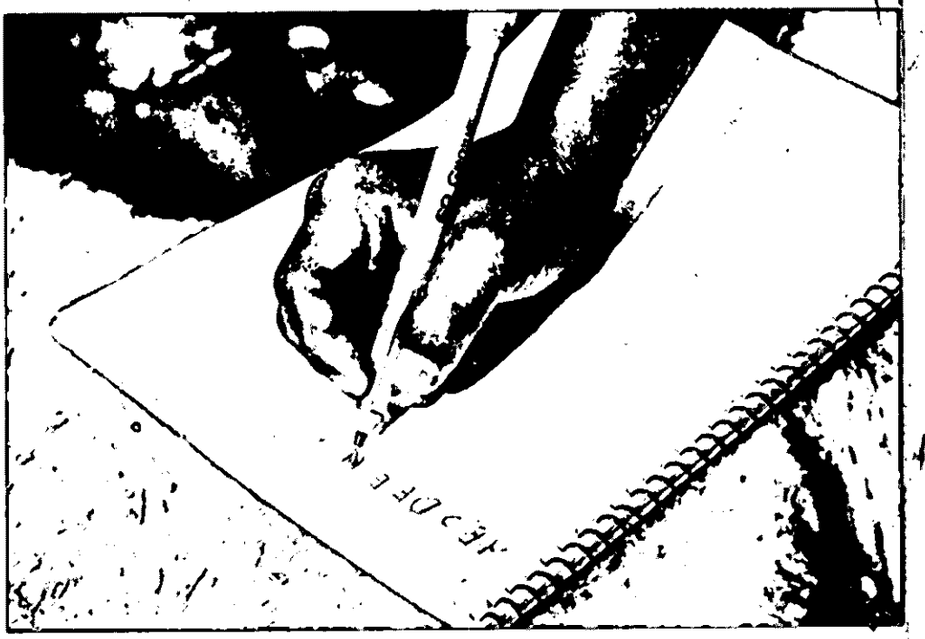

এ প্রসঙ্গে রায়েরবাজার বস্তির রিনা বেগম বলেন, 'স্কুলে মাস্টাররা ঠিকমতো পড়ায় না; আর আমরাও পোলাপানেরে পড়া দেহাইতে পারি না। ওরা পারব ক্যামনে? আমার মাইয়্যা একটা ব্যাগের লাইগ্যা ছয় দিন স্কুলে যায় না। মারছি, তা-ও যায় না।' একই বস্তির মাজেদা বেগম বলেন, 'বস্তির পোলাপান স্কুলে যাইতে চায় না। এক দিন যায় তো তিন দিন যায় না। আবার বাপ-মায় কাম করায়। তারা ভালো লেহাপড়া পারব ক্যামনে?'

মিরপুর বস্তির সোহাগ স্বপ্নধরা পাঠশালার শিক্ষিকা সাগরিকা দাস শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সম্পর্কে *প্রথম আলোকে* বলেন, কিছু শিক্ষক হয়তো অনিয়ম করেন, তবে সবাই এক রকম নন। তিনি আরও বলেন, 'বস্তিতে অভিভাবকেরা বিভিন্নভাবে সন্তানের ওপর নির্ভরশীল, তাই সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে তাঁরা কাজে পাঠাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ জন্য আমরা শিশুদের পড়ার জন্য চাপ না দিয়ে বরং নিয়মিত স্কুলে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একটি বস্তির বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, 'আমরা স্কুলে আসি, পড়াই, মাস শেষে বেতন তুলি। ছাত্ররা কিছু না শিখলে আমরা কী করব?'

মিরপুর বেড়িবাঁধ বস্তির ১০ বছরের সুমন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার বিদ্যালয়ের নাম জানতে চাইলে উত্তরে সে কী বলে, তা বুঝতে পারেন না এই প্রতিবেদক। তখন সুমনকে নামটি খাতায় লিখতে বলা হয়। সুমন নাম লিখতে পারে না। বলে, 'স্কুলের নামটা ইংলিশে, আর স্যাররা কি কখনো স্কুলের নাম লেখায়!' সুমনের মায়ের কাছে বিদ্যালয়ের নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিনা টাকায় পোলাপান পড়াই, স্কুলের নাম জাইন্যা কী করমু।'

মোহাম্মদপুর বস্তির জাকির হোসেনও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বিদ্যালয় থেকে সে কী কী শিখেছে, জানতে চাইলে বলে, 'এ বি সি ডি, ক খ লেখা, কবিতা ও নামতা।' কিন্তু ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে গিয়ে 'এ' থেকে 'এফ' পর্যন্ত লিখে আর লিখতে পারে না সে। এর মধ্যেও সে দুটি ভুল করে। আর গণিতের অবস্থা আরও খারাপ।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা অনুষদের পরিচালক মো. আবুল এহসান *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, শিক্ষকদের পড়ানোর মান সন্তোষজনক নয়। আর বিদ্যালয়ের পরিবেশও শিশুবান্ধব নয়। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা অধিদপ্তরকে এ ব্যাপারে আরও সক্রিয় ও আন্তরিক হতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।